আরক্ত রাত্রি

নিশাচর

সাহিত্য প্রকাশ
৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : চৈত্র ১৩৬১

প্রকাশক :
প্রবীর মিত্র
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : রবীন দত্ত

মুদ্রাকর :
অজিত কুমার সামই
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১/১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

শ্রীহিরণকুমার মুখোপাধ্যায়

সুহৃদবরেষু

এক

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল গৌতম।

সঙ্গে সঙ্গে যেন তড়িতাহতের মত চঞ্চল হয়ে উঠল। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বলল, আন্থ, বী কুইক্! কী হল?

অলক্ষ্য থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এল। যেন কোন পাখি বা প্রাণী সাড়া দিল গৌতমের আহ্বানের প্রত্যুত্তরে।

আবার একবার ব্যস্ত হয়ে ব্যগ্র দৃষ্টিতে ঘড়ির দিকে তাকাল গৌতম। কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এল তার একটা দুর্বোধ্য স্বর। সে যেন বিরক্তিতে ফেটে পড়বে বলে মনে হচ্ছিল।

সেই মুহূর্তে সহকারী আনন্দ লাফাতে লাফাতে ছুটে এসে দাঁড়াল। সে তখনও হাঁপাচ্ছিল।

গৌতম এক পলক তাকিয়ে থেকে সহকারীর দিকে চাপা বিরক্তিতে ফেটে পড়ল। এত দেরি করলে কেন? কী করছিলে?

বৌদি আটকে দিয়েছিলেন। কী যেন আনতে হবে—সেটা লিখতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল।

কোঁচকানো ভ্রূজোড়া তুলে সহকারীর দিকে কুটিল একটা দৃষ্টি হেনে গৌতম বলল, তোমাদের সবতাতেই ছেলেমানুষি। আজ পর্যন্ত দেখলাম না কোন কিছু সিরিয়াসলি নিলে!

আনন্দ কোন কথা বলল না। নীরবে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। কারণ সে জানে, এরপর কিছু বলতে যাওয়া মানে বারুদের স্তূপে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া। গৌতম কোন প্রতিবাদ বা বিরুদ্ধাচরণ সহ্য করতে পারে না। তাতে সে আরো দ্বিগুণ জ্বলে ওঠে।

গৌতম আর কোন কথা না বলে নীরবে এগিয়ে গেল গাড়ির কাছে। চালকের সীটে বসবার জন্ত সবে গৌতম দরজাটা একটু

ফাঁক করেছে, দেখল একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল তারই গাড়ির পেছনে।

গাড়ির মধ্যে আর ওঠা হল না গৌতমের। উদ্বিগ্ন মুখে তাকাল পেছনের গাড়িটার দিকে।

ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে এসেছেন এক ভদ্রলোক। তিনিও উদ্বিগ্ন মুখে গৌতমের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। চোখাচোখি হতে মৃদু হেসে দুটো হাত তুলে নমস্কার করলেন।

চিনেও যেন ঠিক চিনতে পারছিল না গৌতম। কোথাও যেন দেখেছে, আলাপও করেছে—অথচ ঠিক মনে করে উঠতে পারছে না।

দুহাত তুলে গৌতম প্রতি নমস্কার করল। তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ভদ্রলোকের দিকে সস্মিত মুখে।

প্রৌঢ়। পঞ্চাশোত্তীর্ণ বয়স। মাথা জোড়া টাক। টক-টক করছে ফরসা রং। বুঝতে কষ্ট হয় না ভদ্রলোক অভিজাত-শ্রেণীর, উচ্চ সম্প্রদায়ের। তাঁর বেশভূষা আর গাড়িই সে-পরিচয় দিচ্ছিল।

আরও কয়েক পা এগিয়ে এসে প্রৌঢ় বিনীত কণ্ঠে বললেন, আপনি কি বেরুচ্ছিলেন মিঃ সেন ?

অস্পষ্ট গলায় গৌতম বলল, হ্যাঁ। আপনি……।

আমাকে বোধ হয় চিনতে পারলেন না ?

না।

বিভূতিবাবুর বাড়িতে……

গৌতম সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বলে উঠল, ও হ্যাঁ হ্যাঁ—মনে পড়েছে। আপনার নাম শংকর চ্যাটার্জি না ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। শংকর চ্যাটার্জি আনন্দে বিগলিত হয়ে বলে উঠলেন, আপনার মত লোক কি ভুলতে পারেন, তাইতো ভাবছিলাম। যাক

সেদিন আসব বলেছিলাম—কিন্তু আজই যে এভাবে আসতে হবে তা সত্যি আমি ভাবতেও পারি নি।

কেন, কী হয়েছে?

গৌতমের সপ্রশ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে শংকর চ্যাটার্জি জবাব দিলেন। একটা ব্যাপারে ছুটে আসতে হল, মিঃ সেন। মানে, আমার এই বেয়াই……

কথা শেষ করতে পারলেন না শংকর চ্যাটার্জি। তার আগেই গৌতম পাশে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোককে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে উঠল, ওঁর নাম শিবতোষ ব্যানার্জি না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ—আপনি তা হলে চিনতে পেরেছেন!

নিশ্চয়ই। ওঁকে চিনব না? উনি তো বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি।

কালো মোটা বিরাট বপুসম্পন্ন ভদ্রলোক নড়ে চড়ে এক পা এগিয়ে এলেন গৌতমের দিকে। করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তারপর কুণ্ঠিত ভাবে দুটো হাত জোড়বদ্ধ করে নমস্কার করলেন গৌতমকে।

প্রতি-নমস্কার করে গৌতম জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে আপনার মিঃ ব্যানার্জি? কোন বিপদ আপদ নাকি?

উত্তর দিলেন শংকর চ্যাটার্জি, হ্যাঁ, মিঃ সেন। চরম বিপদই হয়ে গেল ওঁর। ছোট মেয়েটি ওঁর মারা গেল।

কী করে?

সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না এখনও। মানে, তার শ্বশুরবাড়ি থেকে জানিয়েছে সে নাকি আত্মহত্যা করেছে।……

কবে?

তা দিন-দুই হয়ে গেল প্রায়। পরশুর আগের দিন রাত্রে গৌরী মারা যায়……

বাধা দিয়ে গৌতম জিজ্ঞাসা করল, আপনাদের খবর কি সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছিল ?

খবরটা দিয়েছিল প্রায় ঘণ্টা দুই-তিন পরে। বেয়াই যখন পৌঁছলেন সেখানে তখন আর মেয়েকে দেখতে পাননি।…

কেন ?

ততক্ষণে তারা গৌরীকে দাহ করতে শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিল। বেয়াই শ্মশান পর্যন্ত ধাওয়া করেছিলেন—কিন্তু গৌরীকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি।

তার আগেই কা মৃতদেহ…

হ্যাঁ, মিঃ সেন—বেয়াই পৌঁছবার আগেই গৌরীর দেহের অর্ধেক পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। তবুও অবশ্য উনি ছাড়েন নি, তখনই হইচই করে পোড়ানো বন্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সে-কথায় কেউ কর্ণপাত পর্যন্ত করেনি। বেয়াই পুলিসের শরণাপন্ন হয়েও কিছু সুবিধে করে উঠতে পারেননি।

পুলিস কি বলল ?

সে আর এক ব্যাপার, মিঃ সেন। পুলিসের বক্তব্য, তাদের কিছু করবার নেই। মৃত্যু নাকি গৌরীর স্বাভাবিক ভাবেই হয়েছে।

স্বাভাবিক ভাবে হয়েছে !

হ্যাঁ, গৌরী হার্টফেল করে মারা গিয়েছে। সেরকম সার্টিফিকেট তারা দেখাল।

গৌতম বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে আত্মহত্যার কেস নয় ?

কিছু বোঝা যাচ্ছে না মিঃ সেন। জামাই বাবাজী বলছে, গৌরী হার্টফেল করেই মারা গিয়েছে। সে আত্মহত্যা করেছে এরকম খবর টেলিফোনে তারা দিতেই পারে না।…

কথা শেষ করতে না দিয়ে শংকর চ্যাটার্জিকে গৌতম বলল, ওয়েট্, ওয়েট্। এতো দেখছি বিরাট একটা ব্যাপার। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলা তো আর যাবে না।

শংকর চ্যাটার্জি সবিনয়ে বললেন, হ্যাঁ, তাই বলছি আপনাকে একটু ধৈর্য ধরে সবটুকু শুনতে হবে মিঃ সেন। কোথাও বসে···

বাধা দিয়ে গৌতম বলে উঠল, কিন্তু এখন তো আমার বসবার সময় নেই মিঃ চ্যাটার্জি। আমি এখনই বেরিয়ে যাচ্ছিলাম একটা জরুরী কাজে। আপনাকে একটু ঘুরে আসতে হবে।

শিবতোষ ব্যানার্জি কাতর কণ্ঠে বলে উঠলেন, আপনার কাছে বড় আশা নিয়ে এসেছিলাম মিঃ সেন। দয়া করে ফিরিয়ে দেবেন না আমাদের। বুঝতেই পারছেন মনের অবস্থাটা, কন্যাহারা মন আমার—আমি শুয়ে বসে একটুও শান্তি পাচ্ছি না।

গৌতম তাকিয়ে ছিল শিবতোষ ব্যানার্জির দিকে নির্নিমেষ চোখে। তার মনটা যেন কেমন নরম হয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আচ্ছা চলুন একটু বসে আপনার কথাটা শুনেই বেরুব।

সহকারীর দিকে তাকিয়ে গৌতম বলল, আজ তুমি তা হলে একটা ফোন করেই দাও···

কথা শেষ না করে সহকারীর দিকে একবার তাকিয়ে গৌতম অন্যমনস্ক ভাবে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

দুই

গৌতম ওঁদের দু'জনকে বাড়িতে নিয়ে এসে বসাল। তারপর নিজে একটা চেয়ারে বসে বলল, এবার সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলুন।

শিবতোষ ব্যানার্জি মুখ তুলে তাকালেন গৌতমের দিকে।

ঠোঁট দুটো তাঁর অব্যক্ত কী একটা বলবার জন্য যেন থরথর করে কাঁপতে লাগল।

শংকর চ্যাটার্জি বললেন শিবতোষ ব্যানার্জির দিকে তাকিয়ে, কী বেয়াই, আপনি সব বলতে পারবেন তো। যদি না পারেন আমিই তা হলে শুরু করি। মিঃ সেনকে অযথা অপেক্ষা করিয়ে রাখা ঠিক হবে না।

তাঁর ঠোঁট দুটোর কাঁপুনি যেন থামতে চায় না। অনেক চেষ্টা করেও শিবতোষ ব্যানার্জি কণ্ঠে ভাষা ফুটিয়ে তুলতে পারলেন না।

অশ্রুসজল চোখ দুটোর কোলে কোলে পরিপূর্ণ জল। যেন সামান্য একটু নাড়া পেলেই তা ঝরে পড়বে।

গৌতম জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা মিঃ ব্যানার্জি, ফোনে আপনাকে মেয়ের খবর কে দিল? আপনার জামাই-ই কি?

রুদ্ধ গলায় শিবতোষ ব্যানার্জি উত্তর দিলেন, তাই তো মনে হল, মিঃ সেন।

আপনি নিশ্চিত নন? গলার স্বর বুঝতে পারেন নি?

একটু ইতস্তত করে শিবতোষ ব্যানার্জি জবাব দিলেন, বুঝতে পেরেছিলাম। তবে……

তবে?

সলিল এখন অস্বীকার করছে, তাই……

বাধা দিয়ে গৌতম বলে উঠল, তাই বলে কি আপনিও সেটা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবেন। না, না। আপনি যদি স্যাঙ্গুইন্ হন যে আপনার জামাই-ই কথা বলেছিল—খবরটা সে-ই দিয়েছিল আপনাকে, তা হলে তা অস্বীকার করবার কোন কারণ তো নেই।

একটু ইতস্তত করে দ্বিধাজড়ানো গলায় শিবতোষ ব্যানার্জি বললেন, হ্যাঁ, সলিলই টেলিফোন করে আমাকে গৌরীর মৃত্যু

খবরটা দিল। কণ্ঠস্বর তার সে সময়ে কাঁপছিল। সে বেশ ভেঙে পড়েছে। তার কথা বলার ধরণ দেখে তাই মনে হল।

আচ্ছা টেলিফোনে সে আপনাকে কী বলল?

প্রথমে আমার নাম জিজ্ঞাসা করল, আর আমিই কথা বলছি কিনা জেনে নিল। তারপর বলল, একটা দুঃসংবাদ দিচ্ছি আপনাকে···

বাধা দিয়ে গৌতম জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা রাত তখন কটা?

প্রায় বারোটা। আমরা শুয়ে পড়েছিলাম।

আচ্ছা আপনার শুনতে বা বুঝতে কোন অসুবিধে হয় নি?

না, না। এর আগেও আমি অনেকবার শুনেছি সলিলের গলা। সেটা কি করে ভুল করব! তাছাড়া আমিও প্রশ্ন করেছিলাম তাকে, কে, সলিল কথা বলছ তো। ঘাড় নেড়ে শিবতোষ ব্যানার্জি বলে উঠলেন, না না মিঃ সেন, এত বড় ভ্রান্তি শ্বশুর হয়ে আমি করতে পারি না। তাহলে তো···

শিবতোষ ব্যানার্জিকে কথা শেষ করতে না দিয়ে গৌতম বলে উঠল, আচ্ছা কী দুঃসংবাদ দিল আপনাকে আপনার জামাই? ঠিক তার কথাগুলোই বলবার চেষ্টা করবেন।

শিবতোষ ব্যানার্জি বললেন, আমি খুব আঁতকে উঠেছিলাম দুঃসংবাদ কথাটা শোনামাত্র। সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলাম সলিলকে, দুঃসংবাদ! কেন, কী ঘটল বাবা?

সলিল রুদ্ধকণ্ঠে তখন জবাব দিল, গৌরী মারা গিয়েছে···

আমি তার কথা শুনে চমকে উঠলাম। তারপর কোন রকমে বললাম, কী করে? কখন মারা গেল?

সলিল জবাবে বলল, এই খানিকক্ষণ আগে। কী করে তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তবে সুইসাইড্ করেছে বলেই মনে হচ্ছে।···

তারপর?

আমি হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম, মিঃ সেন। বেশ কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারি নি। শরীর থরথর করে কাঁপছিল। মাথা ঝিমঝিম করছিল। একেবারে ভেঙে পড়ার মত অবস্থা আমার।

তা আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করেননি ?

না।

না! সে কি! আর কিছু জিজ্ঞাসা করেননি ?

না, মিঃ সেন। সে সুযোগ আর পাইনি। তার আগেই সলিল ফোন ছেড়ে দিয়েছিল।

সেটা কি করে বুঝলেন ? আপনি কতক্ষণ পরে কথা বলেছিলেন আবার ?

আমি আর কথা বলতে পারিনি, মিঃ সেন।

তাহলে ? আপনি কি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ?

প্রায় তাই। রিসিভার হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল। তাই দেখে আমার স্ত্রী ছুটে এসে আমাকে প্রশ্ন করেছিল। কিন্তু আমি কোন জবাব দিতে পারিনি। আমার স্ত্রী তখন নিজেই রিসিভার তুলে কে ফোন করছে জানবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কোন সাড়া পায়নি সে। লাইন একেবারে ডেড হয়ে গিয়েছিল।

তারপর ?

বেশ কিছুক্ষণ পরে। নিজেকে অনেকখানি সামলে নেবার পর আমিই তাকে সব কথা বলি।

তারপর আপনারা মেয়ের শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলেন ?

হ্যাঁ।

আচ্ছা সেটা কতক্ষণ পরে ?

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে রওনা হয়েছিলাম। আর পৌঁছতে পৌঁছতে…

বাধা দিয়ে গৌতম জিজ্ঞাসা করল, আপনার মেয়ের শ্বশুরবাড়ি কোথায় ?

টালায়।

তা হলে নিশ্চয়ই আরো আধঘণ্টা সময় লেগেছিল আপনাদের পৌঁছতে ?

হ্যাঁ, তা তো লেগেই ছিল। আমরা পৌঁছেছিলাম টালায় রাত দেড়টারও পরে।...

গৌতম কথা শেষ করতে না দিয়ে শিবতোষ ব্যানার্জিকে জিজ্ঞাসা করল, সে-সময়ে আপনার মেয়েকে আর দেখতে পান নি ; তার আগেই মৃতদেহ সৎকার করতে শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিল, তাই না ?

হ্যাঁ।

আচ্ছা কতক্ষণ আগে মৃতদেহ নিয়ে গিয়েছিল তা কিছু শুনেছিলেন ?

না। চেষ্টা করেও আজ পর্যন্ত সঠিক খবর যোগাড় করতে পারি নি।

কেন, আশপাশের বাড়ি থেকে খবরটা সংগ্রহ করতে পারতেন ?

চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কেউ কিছুই বলতে পারেনি। এমনকি তারা নাকি কিছু জানতেও পারেনি। পরের দিন যখন সকালে শ্মশান থেকে তারা ফিরে এসেছিল তখন জানতে পেরেছিল।

হুঁ। আচ্ছা ডেডবডি কিসে করে নিয়ে গিয়েছিল তা জানতে পেরেছিলেন ?

না, তাও জানতে পারিনি। অবশ্য শোনা কথা—যেমন যায় তেমনই নিয়ে গিয়েছিল, কাঁধে করেই গৌরীকে শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিল তারা।

গৌতম তার ঘাড়টা একবার এদিক থেকে ওদিকে দোলাল। তারপর অস্ফুট গলায় বলে উঠল, না, তা নিয়ে যায় নি।—

অ্যাঁ, কিছু বললেন?

গৌতম তাকাল শিবতোষ ব্যানার্জির দিকে। বলল, না, থাক্। আচ্ছা আপনার মেয়ে গৌরী যে আত্মহত্যা করেনি বা হার্টফেল করে মারা যায়নি, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত?

শিবতোষ ব্যানার্জি কুণ্ঠিত গলায় বললেন, এখনও আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, মিঃ সেন। কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সব কিছু।

কেন?

সলিল একবার বলল, গৌরী আত্মহত্যা করেছে। আবার যখন দেখা হল তখন বলল যে সে হার্টফেল করে মারা গেছে। এই দুটো পরস্পর বিরোধী কথাই যেন কেমন একটা খটকা জাগিয়ে দিল মনে। তা ছাড়া গৌরীর আত্মহত্যা করবার মত কোন কারণ ঘটেছিল বলে তো আমার মনে হয় না।···

গৌতম কথা শেষ করতে না দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি করে বুঝলেন? তার মনের সব কথা কি আপনি জানতেন?

একটু ইতস্তত করে শিবতোষ ব্যানার্জি বললেন, কিছু হলে কি আর আমি টের পেতাম না—কারো মুখ থেকে কিছু-না-কিছু বেরিয়ে পড়তই।

আচ্ছা গৌরীর কতদিন বিয়ে হয়েছে

বছর নয় দশ তো হবেই······

আচ্ছা গৌরী ইদানীং আপনাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া করত?

খুব কম।

বছর খানেক বা বছর দেড়েকের মধ্যে সে কবার আসা-যাওয়া করেছে?

ঠিক বলতে পারছি না। তবে বার তিন-চারের বেশি হবে না।

আচ্ছা অন্য আত্মীয়র বাড়িতে যাতায়াত করেছে, সেরকম কিছু শুনেছেন?

না।

সে আত্মহত্যা করতে পারে বলে কখনও কি আপনার মনে হয়েছে?

না। বরং উল্টোটাই ধরে নেওয়া যায়। গৌরীর মত হাসিখুশি আমোদপ্রিয় মেয়ে একাজ করতে পারে বলে কোনদিন ভাবতেও পারিনি।

আচ্ছা তার স্বাস্থ্য কীরকম ছিল?

খুব ভালো। লোহার মত স্বাস্থ্য ছিল বললেও অত্যুক্তি করা হবে না।...

ইদানীংকালে শরীর খারাপ হয়েছিল বলে কিছু শুনেছেন?

না, না। কোনদিন কিছু শুনিনি। কদিন আগেও তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশংসা শুনেছি।

কার মুখ থেকে?

আমার বড় মেয়ে উমার মুখ থেকে। টেলিফোনে গৌরীর বিষয়ে তার কাছ থেকে খোঁজ নিতে গিয়ে শুনেছিলাম, সে ভালোই আছে—খুব হইচই করে মনের আনন্দে দিন কাটাচ্ছে।

আচ্ছা আপনার ক'টা মেয়ে?

তিনটি।

গৌরী ছোট?

হ্যাঁ।

মেজ মেয়ের নাম কি? কোথায় বিয়ে হয়েছে তার?

বম্বেতে আছে এখন সে। তার নাম পার্বতী।

আর বড় মেয়ে কোথায় থাকে? নিশ্চয়ই কলকাতায়?

হ্যাঁ, শ্যামবাজারে। সে-ই তো গৌরীর সম্বন্ধ করেছিল।

তা হলে দুজনেরই শ্বশুরবাড়ির তরফে কোন রিলেশান্ আছে, তাই না?

ঠিক রিলেশান নয়—মানে সৌহার্দ্য ছিল। উমার শ্বশুর ও গৌরীর শ্বশুরের মধ্যে ছোটবেলা থেকে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। সেই সূত্রে দুই পরিবারের মধ্যে সম্পর্কটা একেবারে আত্মীয়র মতই হয়ে গিয়েছিল।…

আচ্ছা, গৌরী নিহত হতে পারে বলে কি আপনার মনে হয়?

চুপ করে রইলেন শিবতোষ ব্যানার্জি। সহসা কোন কথা বলতে পারলেন না।

গৌতম মৃদু গলায় বলল, মিঃ ব্যানার্জি!

বলুন স্যার?

গৌরী কি একাজ করতে পারে? বা এরকম কোন ঘটনা ঘটতে পারে বলে কি আপনার মনে হয়?

শিবতোষ ব্যানার্জি ছলছল চোখে করুণ গলায় বললেন, ঠিক বলতে পারছি না মিঃ সেন।

আপনি কি মনে করেন সে খুন হয়েছে?

কী করে বলব—তবে…

সে যখন আত্মহত্যা করেনি বা হার্টফেল করতে পারে না তখন খুনই হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। তাই কিনা বলুন?

শিবতোষ ব্যানার্জি বিষণ্ণ মুখে চুপ করে বসে রইলেন।

বলুন মিঃ ব্যানার্জি, তাই ধারণা হয় কি না?

আমার তো তাই মনে হয়েছিল।

এখনও সেই ধারণা বদ্ধমূল রয়েছে, তাই না?

হ্যাঁ। তবে গৌরীকে কে খুন করবে, কেন করবে—সেটাই কিছুতে ভেবে পাচ্ছি না। তার নিহত হওয়ার নিশ্চয়ই কোন কারণ থাকবে তো!

নিশ্চয়ই। আর আছেও হয়তো। নাহলে কেন খুন হবে সে? তার তেমন কোন শত্রু আছে বলে কি আপনার মনে হয়?

জানি না, মিঃ সেন। সেরকম কিছু শুনিও নি।

তাহলে আমাকে এখন কি করতে হবে?

গৌরীর রহস্যজনক-মৃত্যুর একটা কিনারা করে দিন মিঃ সেন। বেয়াইকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি সেই কারণেই।

গৌতমের দিকে তাকিয়ে শংকর চ্যাটার্জি কথা কটা বললেন।

গৌতম গম্ভীর গলায় শংকর চ্যাটার্জিকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা শিবতোষবাবুর সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক?

বেয়াই। ওঁর মেজ মেয়ে পার্বতীর শ্বশুর আমি।

ওঃ আচ্ছা। তা আপনার কি ধারণা গৌরী খুন হয়েছে?

শংকর চ্যাটার্জিও গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। মৃদু গলায় [illegible] আমি কিছু জানি না বা শুনিও নি। বেয়াই [illegible] কথা শুনে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে [illegible] এই সংশয় [illegible] শুনে আমিই [illegible] এসেছিলাম।

[illegible]?

মৃত্যুর সঠিক [illegible] খুঁজে বের করতে। ওঁর মনে যে সংশয় [illegible] সেটা দূর করতে না পারলে উনি কিছুতেই তো স্বস্তি পাবেন না। আর সেটা দূর হওয়াও দরকার। মেয়েটার মৃত্যু [illegible] যেন রহস্যেমোড়া বলে মনে হয়েছিল আমার। আপনিই

বলুন না, দুরকম স্টেটমেণ্ট একই লোকের মুখ থেকে কি করে বার হয়।

কিন্তু টেলিফোনে সলিল রায়ই যে কথা বলেছিলেন, সেটা সম্বন্ধে তো নিশ্চিত নন্ আপনারা ?

কে বললে ? তার গলা।...

সলিল রায়ের গলা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন ? মিঃ ব্যানার্জির আকস্মিক খবরটায় বিহ্বল হয়ে পড়ায় তিনি বুঝতেও তো ভুল করতে পারেন ?

কিন্তু বেয়াই তো সে-কথাই বললেন। সলিল-ই ফোন করেছিল।

মিঃ চ্যাটার্জি মনে হওয়া-হওয়ি হলে তো চলবে না এসব ক্ষেত্রে। একটা পরিষ্কার ধারণা নিয়ে এগোতে হবে আমাদের। তা ছাড়া মিঃ ব্যানার্জি তাঁর প্রশ্নের উত্তর পাননি—কে ফোন করেছিল তা জানতে চেয়েও জানতে পারেননি তিনি।

চুপ করে গেলেন শংকর চ্যাটার্জি।

গৌতমও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আচ্ছা আমার আপত্তি নেই। আপনারা আমার কাছে এসেছেন যখন, তখন আমি তদন্তের ভার নিচ্ছি। তবে ততটা সহজ হবে বলে মনে হচ্ছে না; যদি অস্বাভাবিক মৃত্যুই হয়ে থাকে, সেটার জট কি আর তত সহজে খোলা যাবে! বিশেষ করে যখন কোন ক্লু-ই হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে না। একে তো আসল প্রমাণ, মৃতদেহের অস্তিত্ব,—যা থেকে একটা হদিস পাওয়া সম্ভব হত, সেটাই নেই; তার ওপর কোন সাক্ষ্য-প্রমাণও নেই—যা থেকে কোন সিদ্ধান্তে আসা যেত। আমার তো মনে হয়, বেশ দুরূহ-ই হয়ে দাঁড়াবে শেষ পর্যন্ত কোন মীমাংসায় আসতে।

তাহলে...

গৌতম বলল, তবে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব। তবে—

বলুন ?

আপনারা যদি কোন খবরাখবর পান আমাকে তৎক্ষণাৎ সেটা জানাতে ইতস্তত: করবেন না বা এক মুহূর্তও দেরি করবেন না।

নিশ্চয়ই কো-অপারেট করব আপনার সঙ্গে মিঃ সেন।

আর একটা কথা…

বলুন ?

আমি যে তদন্তের ভার নিয়েছি, তা যেন কোনক্রমেই বাইরে প্রকাশ না পায়। তাহলে আর কোন সূত্রই খুঁজে বার করা সম্ভব হবে না। এমনিই দুরুহ কেস, তার উপর আরও দুরুহ হয়ে পড়বে।

না, না—আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

আচ্ছা আপনারা তাহলে আজ আসুন। প্রয়োজন হলে আমিই আপনাদের সঙ্গে দেখা করব।

শিবতোষ ব্যানার্জি উঠে দাঁড়ালেন। কোন কথা না বলে গৌতমের কাছে এসে তার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন, মিঃ সেন, গৌরীর এই মৃত্যুর একটা কিনারা হবে তো! আমি কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না। আমাকে এই মানসিক যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করুন।

গৌতম বিব্রত বোধ করল যেন নিজেকে। তারপর বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই চেষ্টা করব।

শংকর চ্যাটার্জি বললেন, বেয়াইয়ের এইটাই ছোট মেয়ে। তাই ধাক্কাটা সামলে উঠতে পারছেন না।

গৌতম স্মিত মুখে উত্তর দিল, না, না—আপনি ভালোই করেছেন। একটা এনকোয়ারি হওয়া উচিত বৈকি। বিশেষ করে মনে যখন একটা খটকা লেগেছে।…

আচ্ছা মিঃ সেন…

বলুন ?

আপনার কি মনে হয়, গৌরীর মৃত্যুটা অস্বাভাবিক নয়।

দেখুন মিঃ চ্যাটার্জি, এখনই কোন মতামত প্রকাশ করা ঠিক নয়। একটু এগোতে দিন তারপর জানতে পারবেন সব কিছু।

আচ্ছা, কবে নাগাদ আপনাকে এক্‌স্‌পেক্ট করব ?

তাও বলতে পারছি না। তবে যত তাড়াতাড়ি পারি চেষ্টা করবো আপনাদের সাথে যোগাযোগ করতে।

দুই বেয়াই আর কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

তিন

গৌতম সেই বাড়িটার সামনে এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বাড়িটার চারপাশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে যেন জরিপ করতে লাগল সব কিছু।

একটা বছর বারো তেরো বয়সের ছেলে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। ঠিক ভৃত্যশ্রেণীর কিনা বোঝা গেল না। বেশবাস মোটামুটি ভালোই। দেখলে বাড়িরই ছেলে বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক।

ছেলেটি গৌতমকে অতিক্রম করে চলে গেল। যেন সে গৌতমকে দেখতেই পায়নি।

গৌতম দেখেও যেন না দেখার ভান করে দাঁড়িয়ে রইল।

ছেলেটি এগিয়ে যেতেই গৌতম এক মুহূর্ত দেরি না করে তার থেকে সামান্য ব্যবধান রেখে ছেলেটিকে অনুসরণ করে চলল।

সামনেই একটা চওড়া রাস্তা। সোজা চলে গিয়েছে। ছেলেটি সেই রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল।